ঝিায়ন

শচীন দাশ

বাজারে বেরিয়েছিলাম। ব্যাগ হাতে ঘরে ঢুকতেই রিত্তা বলল তোমাকে একজন খুঁজতে এসেছিল। আবার আসবে বলে গেছে। --- কী নাম ?জিজ্ঞেস করতেই রিত্তা খিঁচিয়ে উঠল নাম - টাম কী সবসময় বলে যায় নাকি। হবে দ্যাখো গিয়ে কোনো হবু কবি। কবিতা - টবিতা লেখে বোধহয়।

কবিতার ওপর রিত্তার হেভি রাগ। পারলে যেন ছিঁড়েই ফেলে। সেই ভয়ে আমার তিন-তিনটে কবিতার বই আমি কখনো বাড়িতে রাখি না। অফিসের ড্রয়ারেই পড়ে থাকে। তা ছাড়া লেখালিখির ব্যাপারে যে-ই আসুক, আমি তাদের অফিসেই আসতে বলি। অথচ এই লোকটা যে কী করে বাড়িতে সটকে এল !

ব্যাগটা নামিয়ে বাজার বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম, রিত্তা হঠাৎই চোখ স করল লঙ্কা এনেছ ?

এই রে !দু-তিনবার বাজারের ভেতরে ঘোরাঘুরি করেও কী একটা যেন নেওয়া হয়নি ভাবতে ভাবতে ফট করে সেই যে একটা কবিতার লাইন তৈরি হয়ে গেল, ওই তারপর থেকেই যত ভুল। লঙ্কা আনতে পেঁয়াজ কিনছি, আদা নিতে গিয়ে রসুন। রিত্তা ততক্ষণে চিৎকারে বাড়ি মাত করেছে সংসারে কুটোটাও তো নাড়তে হয়না। এক ওই বাজারটা ছাড়া তাতেও কত গোঁজামিল। কবিতা আর কবিতা। ওই কবিতাই যত নষ্টের গোড়া। দাঁড়াও, করাচ্ছি কবিতা। ঝেঁটিয়ে যদি বিদায় না করি।

গজগজ করতে করতে মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে রিত্তা একসময় বেরিয়ে গেল। রিত্তার এখন মেনোপজের সময়। সবসময়ই তাই হট হয়ে থাকে। ডাক্তার বলেছে, এ - সময়টা এমনই হয়। একটু মানিয়ে নেবেন। তা মানাবার চেষ্টায় মাঝে মাঝে আমিই বলে ফেলি ধুর ধুর ভদ্রলোকে লেখে কবিতা। টাকা নেই, সম্মান নেই। আমি ভাবছি ছেড়েই দেবো। রিত্তা হঠাৎ কলকল করে উঠল এই দ্যাখো, এতক্ষণে তবু সার - বুঝটা বুঝেছ। আরে সবাই কি আর রবীন্দ্রনাথ হয় !তুমি পারবে হতে কোনোদিন ?

কী পারব না - পারব, এ-নিয়ে কোনোদিন কিছু ভাবিনি, কেবল নিজে দুঃখ -আনন্দ, হর্ষ ও বিষাদের কথাই ভেবে গেছি আর তাই নিয়েই আমার কবিতা। রিত্তাকে বুঝিয়ে বলব ভাবছিলাম। এই সময়েই বাইরে নাম ধরে কে ডেকে উঠল।

--- নীলেশবাবু ... নীলেশবাবু ...

আমার নাম নীলেশ। নীলেশরঞ্জন বসু। কিন্তু কবিতায় ব্যবহার করি নীলেশ বসু। তা এই লোকটা নিশ্চয়ই কবিতার নয়, কেন না কবিরা সাধারণত বাবু - টাবু ব্যবহার করে না। অতএব উঠলাম এবং উঠতে গিয়েই দেখি রিত্তা চোখ পাকাচ্ছে। অথচ আমি নিশ্চিত, এই লোকটা অন্তত কবিতার ব্যাপারে আসেনি আমার কাছে।

---আপনি ক্ক

বাইরে বেরিয়েই চমকে উঠলাম। আমাদেরই পাড়ার ভবেশবাবু। চাকরি তেমন একটা না করলেও বাঁ-হাতের পয়সায় বাড়িটা করেছেন জবরব। আগাগোড়া দোতলা পর্যন্ত মেঝেতে মার্বেল। বাইরের দেওয়ালে চোখ ধাঁধানো দামি স্লোসেম। এখন রিটায়ারমেন্টের পরে আবার কীসব করছেন।

---আমার ভাগ্না একবার আপনার কাছে আসবে। একটু যদি কথা বলেন।

--- আপনার ভাগ্নে !কে বলুন তো ?
--- আহা চেনেন আপনি । লোকেশ। ওই যে...
আর বোঝাতে হল না। এ-পাড়ায় লোকেশকে আবার কে না চেনে !বাচচা থেকে বুড়ো সবাই -ই নির্দিষ্ট একটা বাইকের অ াওয়াজ পেলেই বোঝে, ওই আসছে লোকেশ। মাথায় টুপি, গলায় ঝোলানো মোবাইল আর শক্ত পেশিবহুল হাতদুটো মুঠো করা বাইকেরই দুই হ্যান্ডেলে ।
--- তা, কী ব্যপারে বলুন তো ?
--- ব্যাপার আর কী। একটা কথা বলতে চায়। আপনি তো আবার কবি মানুষ।
চোখ সরিয়ে হঠাৎই পেছনে তাকিয়ে চেয়ে দেখি, রিত্তা আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে। চটপট ভবেশবাবুকে বিদ ায় জানাবার জন্যই বললাম আচছা ঠিক আছে। আসতে বলবেন।
বললাম তো, কিন্তু ঘরে ঢুকতেই রিত্তা আমার ওপর খেপচুরিয়াস।
--- তোমার মতো আহাম্মক আমি আর একজনও দেখিনি।
--- কেন !
--- কেন কী, লোকটাকে তো ঘরে এনে বসাতে হয়, নাকি। ওই কবিতা করে করে ঘিলুটাই একদম মরে হেজে গেছে।
--- বাহ্, ঘুরিয়ে - ফিরিয়ে সেই কবিতার কথাই তো তুলতে যাচ্ছিল।
--- ছাই। ছাই তুলতে যাচ্ছিল। তোমার মাথায় যদি ঢুকত...
--- তার মানে !মনে মনে বেশ ক্ষুব্ধই হয়ে উঠলাম। ওই তখনই রিত্তা আবার চোখ তুলল কেন এসেছিল বলো তো ?
--- আমাকে কথাটা জানাতে।
--- কী কথা বলো তো !
--- তার ভাগ্নে আসবে আমার কাছে।
--- কেন আসবে বলো তো ?
--- কী জানি।
--- কী জানি বলে কোনো কথা নেই।
--- তা হলে।
--- কী তা হলে ?
--- না, কী করব বলছ না তো !
--- কী আবার বলব !কথা থাকলে তো বলব...
আমার কথাটি ফুরোলো
নটেগাছটি মুড়োলো।
কেন রে নটে মুড়োলি ?
গ কেন খায়
কেন রে গ খাস ?
--- যাক গে, শোনো। ভবেশবাবুর ভাগ্নে প্রোমোটারি করে জানে তো ?
--- তা জানি।
--- তা হলে !এবারে দুইয়ে দুইয়ে চার করে ফ্যালো ---
আমি চুপ। রিত্তার চোখ জোড়া দেখি আবারও স হয়ে উঠছে। কিন্তু কিছু বলে ওঠার আগেই যেন আমার গলা থেকে বেরিয়ে এল তার মানে !তুমি কি এ-বাড়ি প্রোমোটারের হাতে তুলে দিতে বলছ ?
--- না দিয়ে কী করবে শুনি ?বাড়িটার চারপাশে তাকিয়ে দেখেছ !এখানে ভাঙা ওখানে ফাটা। বর্ষায় ছাদ চুঁইয়ে জলও তো পড়ে মাঝেমধ্যে।
--- তা, এ-বাড়ি কি আজকের !এখানে আমার দাদুর জীবন কেটেছে, বাবার জীবন পার হয়েছে এবং এখন আমি...

রিত্তা মাথা নাড়ল প্রাণপণে, তারপর বলল সে - জন্যই তো বলছি, এই বাড়ি আর এভাবে রাখা যায়না। তা ছাড়া তোম ার আশেপাশে তাকিয়ে দেখেছ !চারদিকে সব ঝাঁ - চকচকে বাড়ি। তিনতলা, চারতলা। না না, তুমি ভবেশবাবুর ভাগ্নের সঙ্গে কথাটা সেরেই ফ্যালো। পরিষ্কার চার কাঠা জমি আছে। দুটো ফ্ল্যাট চাইবে। আর তিন লক্ষ ক্যাশ। পুনাইয়ের বিয়েট া তা হলে ঢাকঢোল পিটিয়ে করা যাবে।

পুনাই আমার একমাত্র মেয়ে। এই ফাল্গুনে এবার সাতে পড়বে। তার মানে খুব কম বয়সে হলেও এখনো আরো বছর পনেরো- ষোলো। তা ততদিনে ওই টাকায় ঢাক-ঢোল পেটানো যাবে তো ?বাজারের যা অবস্থা। নুন আনতে পান্তা ফুরে ায়। এর ওপর প্রায়ই শুনছি রিটায়ারমেন্টের বয়স, ৬০ থেকে ৫৮ হচ্ছে। লিভ স্যালারি মাস তিনেক কমছে। আর পেনশন ফক্কা। তা এতসব ধাক্কা সামলে বেঁচে আছি যে এখনো, তা ওই কবিতারই জন্য। আর বেঁচে থাকছি আমাদের বা ড়ির পেছনের ওই এক টুকরো জমিতে মায়ের হাতে লাগানো টগরের গাছটা দেখে। গাছটা এখন ঝাঁক বেঁধে ফুল দিচ্ছে। আর সে-ফুলে যখন চাঁদের আলো এসে ঘুমিয়ে পড়ে, ওই তখনই সেখানে পরীরা নামে। নেমে বাগানের আরো অন্যান্য গ াছের শাখা-প্রশাখায় ঘোরাফেরা করে।

এক সকালে বেরোচ্ছি, হঠাৎই পাড়া কাঁপিয়ে বাইকের শব্দ। চমকে উঠে দরজা খুলতেই দেখি লোকেশ।

--- স্যার, মামা পাঠিয়েছে।

--- আসুন।

--- এই দ্যাখো, শুতেই কিন্তু বিলা করে দিলেন।

আমি থমকে তাকাতেই ছেলেটি হাসল আরো কত্ত ছোটো বলুন তো আপনার থেকে। তুমি বলুন, তুমি। তা ছাড়া সর্স্ বতীর বরপুত্র আপনি। হ্যাঁ স্যার, ক-টা বই বেরোল বলুন তো। মামা বলছিল...

ভেতরে এসে বসাতেই টের পেলাম অলক্ষ্যে কোথাও রিত্তার চোখ। শুধোলাম তা কী ব্যাপার, আমার কাছে ?

--- সে কী!লোকেশ যেন বিমর্ষই একটু মামা কিছু বলেনি ?

--- না তো।

--- তা হলে বোধহয় ভুলে গেছে। আসলে...

লোকেশ চোখ তুলেছে ততক্ষণে ওপরের ছাদের দিকে। ছাদ থেকে দেওয়াল। দেওয়াল থেকে মেঝে এবং মেঝে থেকে চা রিদিকের প্লাস্টারে।

--- কত বয়স হল স্যার ?

--- ওই তো ১৯৫২। যে - বছর জেনারেল ইলেকশান হয়।

--- তা হলে কত হয় বলুন তো ?আমি আবার এ-ব্যাপারটায় ভীষণ কাঁচা।

--- কেন, এ তো সোজা হিসেব। প্রায় বাহান্ন।

--- বাহান্ন !না স্যার, বাহান্নয় হাল এতটা খারাপ হয় না।

--- তবে কতটা খারাপ হলে বাহান্নই ঠিক থাকে ?

--- তা কী আর এভাবে বলা যায় স্যার।

লোকেশ তার শার্টের পকেট থেকে ফাইভ-ফাইভ- ফাইভের প্যাকেট বের করে।

--- নিন স্যার।

--- না না। আমি এসব খাই না।

--- সে কী স্যার !লোকেশ বিস্মিত। --- আপনি না কবিতা লেখেন !বলেই চাপা একটা হাসি ফোটে লোকেশের মুখে। --- ও ঠিক আছে স্যার। বুঝেছি। ওটা আমার ওপরই ছেড়ে দিন। হ্যাঁ, যা বলছিলাম...

যেন হঠাৎই অসমাপ্ত কিছ মনে পড়ায় আবার সরব হয়ে ওঠে লোকেশ।

--- বাহান্ন নয় স্যার। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে বাড়িটা তার চেয়েও পুরোনো।

--- বাড়ি !

--- হ্যাঁ স্যার। কেন বলুন তো ?

--- না, আমি ভাবলাম, তুমি আমার বয়স জিজ্ঞেস করছ।
--- ছি ছি স্যার, আপনি এ-কথা ভাবলেন ?আপনার বয়স কখনো আমি জিজ্ঞেস করতে পারি !তা যাকগে, এ-বাড়িটা কিন্তু আর চলবে না স্যার। এক কাজ কন। আপনি আমাকে এ-জমিটা দিয়ে দিন স্যার। আমি প্রোমোটিং করি। আপনি স্যার এর জন্যে টাকা পাবেন। ফ্ল্যাটও পাবেন।
--- কিন্তু...
--- না না, কিন্তুর কিছু নেই স্যার। কোনো ঝামেলাই আপনাকে নিতে হবে না। যা কিছু করার আমিই করব।
বলতে বলতেই লোকেশ উঠল শরীরের বাড়তি মেদ ঝাঁকিয়ে।
---ওকে স্যার। ক-দিন পরে আবার আসব। আজ উঠি।
--- কিন্তু...
আমার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও অস্বস্তির ভেতরই বাইরে বাইকের ফটফট। রিত্তা ঢুকল এই সময়েই আশ্চর্য লোক তুমি। টাকা ও ফ্ল্যাটের ব্যাপারটা উঠলই যখন, তখন তোমার প্রস্তাবটা তুমি দিতে পারলে না !
রিত্তা গর্জাতেই জানালাম বাড়ি আমি প্রোমোটারের হাতে দিতে পারব না রিত্তা। রিত্তা প্রথমে চুপ এবং তারপরেই যেন আবার হট হয়ে উঠল আশ্চর্য তো, কবিতা করে করে বাস্তব বুদ্ধিটাই তোমার গেছে একেবারে। চাকরি যা করো তা তো মাসে দু-দিনও মাংস জোটে না ভালো করে। এদিকে দু-দুটো ছেলেমেয়ে। ছেলেটা তবু কমার্সে গেছে। ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লে কী করে চালাতে শুনি !শোনো, যা বললাম করো। আখেরে, এতে আমাদেরই লাভ হবে।
রিত্তা চেঁচামেচি করতেই আমি বোঝালাম কিন্তু বাপ - ঠাকুরদার বাড়ি। কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে এখানে। মায়ের লাগানো টগর, বাবার নিজের হাতে বসানো গোলাপ...
কথা শেষ না হতেই রিত্তা ঠোঁট ওলটাল। বলল তবে আর কী !ওই নিয়েই থাকো। এদিকে ছেলেমেয়ে দুটো তোমার না খেয়ে মক। বলতে না বলতেই রিত্তা ওঠে। পায়ে শব্দ তুলে বেরিয়ে যায়।
দিন কয়েক পর। অফিস থেকে ফিরে সবে ব্যাগটা রেখেছি, বাইরে সেই পাড়া কাঁপানো ফটফট। একটু পরেই দেখি সে। হাতে একটা কাগজের মোড়ক। ভেতরে ঢুকে, মেঝের একপাশে সেটা রেখে, আমার চোখে চোখ রেখে যেন হাসল একবার তা কী ডিসিশান নিলেন স্যার !জমিটা দিচ্ছেন তো ?
--- না না, এটা সম্ভব নয় ভাই।
--- নয় কেন ?
---না ভাই, আমি পারব না।
--- পারবেন না কেন !এতে তো আপনার ভালোই হবে। ফ্ল্যাট পাচ্ছেন, টাকা পাচ্ছেন।
--- হলেও ফ্ল্যাটে বাইরের লোক আসবে কতগুলো। আর এ-আমার নিজের বাড়ি। নিজের বাড়ি কখনো ছাড়া যায় !
---যাবে না কেন স্যার !সবই যায়। আসলে আর ক-দিন পর নিজের বাড়ি বলে আর কিছুই থাকবে না। এত লোক এত মানুষ সব যাবে কোথায় বলুন তো ?আমি আপনাকে ভালোই ফ্ল্যাট দেবো স্যার। আপনি আর না বলবেন না।
উঠে উত্তর শোনার আর অপেক্ষা না করেই যেন চলে গেল সে।
রাতে শোওয়ার আগে রিত্তাই প্রথম আবিষ্কার করল সেই কাগজের মোড়কটা। আমাকে দেখিয়ে বলল কী গো এটা !আমি চমকে উঠলাম। এটাই যেন লোকেশের হাতে দেখেছিলাম সন্ধেবেলা। মোড়কটা তুলে হাতে নিয়ে খবরের কাগজটা খুলতেই দেখি একটা ম্যাকডোয়েলের বোতল। কাঁচা সোনার রং নিয়ে নাচছে। --- দ্যাখো, দেখেছ, শুতেই এই, এরপরে কোথায় গিয়ে থামবে ভাবতে পারো !
--- কী এটা ?
--- হুইস্কি। সোজা বাংলায় যাকে বলে মদ।
--- কিন্তু মদ, তোমাকে কেন ?তুমি কি খাও !প্রশ্নটা করতে করতেই রিত্তা হঠাৎ চোখ নাচাল। ও হরি, কবিদের তো আবার মদ না-হলে চলে না !ছেলেটা নিশ্চয়ই সে-সবেরও খবর রাখে।
দিন যায়। সপ্তাহ কাটে। মাঝেমধ্যে রাস্তাঘাটে ফটফট। বাইক থামিয়ে ছেলেটা দাঁড়িয়ে পড়ে। হাসে। জমির কথাটা মনে

করায়। বারবার মনে করাতে করাতে কখনো বা ওর মুখ শক্ত। শক্ত মুখেই না-বলা কিছু একটা যেন বলতে চায় সে। আমার অস্বস্তি হয়। অস্বস্তি নিয়েই বাড়ি ফিরি। আকাশে জ্যোৎস্না থাকলে অন্যমনস্ক হয়ে কখনো বাগানে দাঁড়াই। বাতাসে গোলাপের গন্ধ পাই। টগরে মায়ের হাতের স্পর্শ অনুভব করি। তখন জ্যোৎস্না যেন আরো দুধসাদা হয়ে আকাশের কড়াই থেকে চলকে পড়েছে। আর তারই ভেতরে যেন এক নারী। তার পিঠে দুই ডানা। ঘুরতে ঘুরতে গোলাপ কুঁড়িগুলো ধরে ধরে শুধু ফুটিয়ে দিয়ে চলেছে। আর তাই দেখে সন্তর্পণেএক যুবক পা টিপে নামছে বাগানে। তখন ওই দক্ষিণ - প্রবাহিণী গঙ্গায় জোয়ারের টানে চলেছে একটা - দুটো নৌকা। তাতে টালি আর মুলিবাঁশ। তারা এখন অতিক্রম করছে কালীক্ষেত্র। এরপর টালিগঞ্জ। কুঁদঘাট। তারপর বাঁশদ্রোনি। গড়িয়া। যুবক এগিয়ে যায়।

--- কে !কে ওখানে ?

প্রায় থমথম খেয়েই দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। আর পড়তেই দেখি খুট করে বাইরের আলোটা জ্বলে উঠেছে। আর সে-আলোর ভেতরেই রিত্তা।

--- এ কী, তুমি এখানে !কী দেখছ দাঁড়িয়ে !এদিকে - ওদিকে তাকিয়ে রিত্তার গলা হঠাৎই গম্ভীর। আবারও কবিতার বাই চেপেছে না !বেশ তো ছিলে ক-দিন।

পিছিয়ে এলাম। দাদুর ডায়েরির ছেঁড়া পাতায় এ - পর্যন্তই লেখা আছে। তারপরেই সব হাওয়া। বাবার ট্রাঙ্ক থেকে কোথায় যে সব উধাও হয়ে গেল।

ভাবতে ভাবতে ঘরে এসে ঢুকতেই চমকে উঠলাম। পুনাইয়ের বইয়ের তাকে আমার কালপুষের ডানা। প্রথম কবিতার বই। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে লোন তুলে সত্যনারায়ণ প্রেসে, হরিপদ পাত্র-র কাছে পাণ্ডুলিপি নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এটা এখানে কেন ?বাড়িতে তো আমার কবিতার বই থাকে না। হাতে তুলে নিতেই রিত্তা হাসল ও, ভালো কথা। ছেলেটা এসেছিল। তোমার একটা বই রেখে গেছে। সই করে দিতে হবে।

--- সই ?

--- হ্যাঁ। কোত্থেকে যেন কিনে এনেছে। বলল, দাণ নাকি লিখেছ। তা হ্যাঁ গো, ওর ব্যাপারে কী করলে !আমি কিন্তু দুটো ফ্ল্যাট আর তিন লক্ষ টাকার কথা বলেছি। ও তাতেই রাজি।

আমার মাথা ঘুরেছে ততক্ষণে। বুকের ভেতরে যেন অন্ধকার। আর সে - অন্ধকারে যেন একটা নৌকা। অন্ধনদীর দিকে এগিয়ে চলেছে।

কয়েকটা মাস পর।

এক সকালে আমাদের বাড়ির সামনে একটা ম্যাটাডোর এসে দাঁড়ালো। দাঁড়াতেই তাতে খাট, ড্রেসিং টেবিল ও বিছানা। সঙ্গে ছেলেমেয়ে- সহ আমরা চারজন। সেই যে যাওয়া, ফিরে আসা আবার এক বছরের মাথায়। তখন আমাদের পুরোনো বাড়ির জায়গাটায় ঝাঁ-চকচকে এক ফ্ল্যাটবাড়ি। আর ওই বাড়িরই দোতলায় মুখোমুখি দরজার দু-দুটো ফ্ল্যাট। আর দরজা খুলেই ভেতরে তিন লক্ষ টাকা। কিন্তু তা পুনাইয়ের জন্য নয়। অতঃপর খাট এল। পরদা হল। সোফা বসল। সোফার ওপরে চার ব্লেডের পাখা। আর সে-পাখার তলায় রিত্তা। রিত্তা হাসছে। রিত্তা গাইছে। আশেপাশে কত মানুষ। টিভি চলছে। ফ্রিজ চলছে। এ-ঘরের সঙ্গে ও - ঘরের পরিচয়। এ-ঘরের সঙ্গে ও - ঘরের বউ - বিনিময়। এ-বিছানা ছেড়ে ও - বিছানায় স্বাদ পালটানো। গভীর রাতের টলতে টলতেবাড়ি ফেরা।

এক রাতে, জানলায় গ্রিলে গাল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এই সময়েই রিত্তা ঘুম থেকে কখন উঠে এসেছে। --- কী হল, ঘুম আসছে না ?মাথা নেড়েই উত্তরটা দিলাম হ্যাঁ। আসবে না কেন ?

--- তবে, উঠে এসেছ যে ?

--- এমনি।

--- এমনি বলে কোনো কথা হয় ?

--- হয়তো হয়। কিংবা হয়ও না।

--- এই শোনো, তুমি আবার কবিতাটা শু করো।

--- কবিতা !

--- হ্যাঁ। কেন, সেই যে তোমার কালপুষের ডানা !
--- ও ডানা ভেঙে গেছে...
--- যাক। নতুন করে আবার ডানা গজাবে। তুমি লেখো।
আমি চুপ। রিত্তা আমার পিঠে হাত রাখে। --- কী হল, বলছ না কিছু ?
--- কী বলব বলো তো।
--- ওই যে বললাম কবিতার কথা।
--- কবিতা আমায় ছুটি দিয়েছে।
--- কী বলছ সব পাগলের মতো। বসলেই তো কবিতা হয়ে যায়। তুমি তো আর বসলেই না।
হাসলাম। গ্রিলের ওপারে আকাশে এক খণ্ড চাঁদ উঠে এসেছিল। কিন্তু নেমে আসতে পারছিল না কোনো বৃক্ষের অভাবে। যতদূর চোখ যায়, বাড়ি, শুধু উঁচু উঁচু বাড়িই কেবল। কবিতা কোথায়ও নেই।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com